Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-III, April 2026, Page No. 01-07
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.03W.075

‘আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস’— আত্মজীবনী নাকি স্মৃতিচিত্র?

ড. বর্ণালী ভৌমিক ঘোষ, *সহযোগী অধ্যাপিকা এবং বাংলা বিভাগীয় প্রধান, বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজ, আগরতলা, ত্রিপুরা, ভারত*

Received: 21.04.2026; Accepted: 27.04.2026; Available online: 30.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper examines whether Satyendranath Tagore’s Amar Balyakatha o Bombay Prabas should be classified as a true autobiography or as a collection of memoirs. A successful autobiography is expected to reveal the inner self of the author while situating personal experiences within broader socio-historical contexts. Drawing on critical perspectives from Goethe, Rabindranath Tagore, and modern scholars, the study explores how Satyendranath’s narrative negotiates between factual life-writing and aesthetic self-representation.

The work, written in the later stage of the author’s life, presents selective recollections rather than a chronological account of his entire life. Through memories of childhood, family influences, religious upbringing, and exposure to prominent personalities, Satyendranath constructs a reflective narrative that emphasizes the essence of life rather than exhaustive detail. His experiences within the Tagore family, particularly under the influence of Debendranath Tagore and the Brahmo Samaj, play a crucial role in shaping his intellectual and spiritual development.

The second part, dealing with his journey to England, success in the Civil Service examination, and subsequent experiences in Bombay and Europe, reflects both personal growth and cultural encounters. The narrative combines observation, introspection, and aesthetic sensibility, transforming lived experience into literary expression.

This study argues that while the text contains essential elements of autobiography—such as self-reflection, historical context, and personal development—it is more accurately understood as a memoir. Its fragmentary yet thematically unified structure prioritizes emotional truth and artistic representation over comprehensive life documentation. Thus, Amar Balyakatha o Bombay Prabas occupies a significant place in Bengali literature as a bridge between autobiography and memoir, offering both historical insight and literary richness.

Keywords: Autobiography, Memoir, Satyendranath Tagore, Bengali Literature, Self-representation

সার্থক আত্মজীবনী হল রচয়িতার আত্মোদঘাটন, যা দেশকাল, পারিপার্শ্বিকতার বাইরের জীবন ও ভিতরের জীবনের বিকাশ ক্রমোন্মোচন এবং স্মৃতিস্মরণালোকে অন্তর পুরুষের পরিচয় প্রদানে আগ্রহী, জীবনের সমগ্র তথ্য ও তত্ত্বের মিলন ঘটিয়ে যেমন জীবনের সত্যকে দ্যোতিত করে তেমনি সাহিত্য সৌরভ এবং সৌন্দর্যের

অন্তরালবর্তী জীবন ও সাহিত্যের মধ্যবর্তী এক সংযোগ সূত্র। সন্ধানেও প্রয়াসী আত্মজীবনী, যার রচনাদর্শ সম্পর্কে গ্যাটে মন্তব্য করেছেন—

> "For the main task of Biography seems to be this: to exhibit the man in relation to the circumstances of his time and to show how far everything has opposed or forwarded his progress, what kind of a view of the world and of mankind he has formed from them, and how he, if an artist or writer may outwardly reflect them."[১]

গ্যাটের এই অভিমতকে সমর্থন করে ড. নবেন্দু সেন বলেছেন—

> "আত্মজীবনী ও আত্মজীবনী লেখকের পরস্পর সম্পর্কটি হবে এইরকম নিজের অথচ নিজের নয়, বিলীয়মান অথচ দেদীপ্যমাণতা, একার একক অনুভূতি, কিন্তু একক জীবনসার নয়। তা সর্বজনমনের গোধূলির গোলাপি আভার মত স্বপ্নসুখকর, স্মৃতিময় অথচ সত্য অথচ ক্ষনকালের।"[২] [গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

প্লুটর্ক আত্মজীবনীর মধ্যে দেখেছিলেন indication of the soul of man, আর আত্মজীবনীর নান্দনিক অভিপ্রায়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন, কোন অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্ত অনুভূতি যা জীবনের ইতিহাস নয়, জীবনের শিল্পরূপ।

বাংলায় আত্মজীবনী সূচনা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই। আর সমাজের, আত্মউদ্বোধনের মাহেন্দ্রক্ষণে যে পরিবারটি আত্মজীবনী রচনায় সর্বাধিক কৃতিত্বের অধিকারী, সেই পরিবারটি নিঃসন্দেহে 'ঠাকুর পরিবার'। এই পরিবারের দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরই বাংলাগদ্যের প্রথমপর্বের বিশিষ্ট শিল্পী[৩] (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর— স: অজিত চক্রবর্তী, পৃ. ৫৯৬) যাঁর রচনাস্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিলেন তাঁরই দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩)। তিনি রচনা করেন 'আমার বাল্যকথা' ও 'বোম্বাই প্রবাস' যা সমস্তটাই 'ভারতী' পত্রিকায় প্রায় দু'বছর ধরে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয়েছে—

> "প্রথম খন্ডে আমার বাল্যজীবন কাহিনী বর্ণিত, দ্বিতীয় খন্ডে আমার সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া বোম্বাই প্রবাসের শেষ পর্য্যন্ত বিবৃত।"[৪] (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার বাল্যকথা, ভূমিকা অংশ)

কথাকার সত্তর বছর পার হয়ে এই আত্মজীবনী রচনায় হাত দিয়েছিলেন, আর এতে তিনি তার জীবনের মূল্যবান বছরগুলির অনুপম স্মৃতিচারণ করেছেন মমতামিশ্রিত সহানুভূতির সহিত, যা গোধূলির গোলাপি আভার মত স্বপ্নসুখকর। স্মৃতিময় অথচ ক্ষণকালের। তাই আপাতদৃষ্টিতে তাকে বিক্ষিপ্ত বলে মনে হলেও বাস্তবতা নয় কারণ একটি বিশেষ সূত্র ধরেই কবি তাঁর অতীত স্মৃতিগুলিকে গ্রন্থিবদ্ধ করেছেন, নির্বাচিত অংশবিশেষের বর্ণনাত্মক পরিচয় দানের মধ্যে দিয়ে সমগ্র জীবনের কথা না বলে জীবনের মূল তত্ত্ব ও সত্যের পরিচয়টি দিতে সক্ষম হয়েছেন অর্থাৎ গ্যাটে কথিত forwarded his progress এখানে সত্য হয়ে উঠেছে।

আত্মজীবনীর প্রথম পরিচ্ছেদে রয়ে গেছে অনেক পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী। গ্যেটে বলেছেন— to exhibit the man in relation of the circumstances এর কথা, বাল্যকথাতে তা অলক্ষ্য নয়। ছোটবেলায় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করার ভার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজস্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন। ফলস্বরূপ অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখের স্তবস্তোত্রগুলি তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল, শুধু তাই নয়—

> "ফরাসী ব্রহ্মবাদী Fenelon হ'তে অনুবাদিত যে প্রার্থনাটি মহর্ষির আত্মজীবনীতে দেওয়া হয়েছে সেটিও তার মধ্যে ছিল।"[৫] (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার বাল্যকথা, পৃ. ১)

এছাড়া বৈঠকী ভোজে উৎসবের মেজাজ, জগমোহন গাঙ্গুলীর সান্নিধ্য, পলতার বাগানে বনভোজনের হাস্য পরিবেশের চিত্রাঙ্কনের পরবর্তী পর্যায়েই সত্যেন্দ্রনাথ পুনরায় পারিবারিক ব্রাহ্মধর্মচর্চার পরিবেশটিকে উল্লেখ করেছেন। প্রিন্স দ্বারকানাথের অমিত ঐশ্বর্যের মধ্যে মানুষ হলেও তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহনের আদর্শ ও পিতামহীর প্রভাবে একাকী প্রাচীন সভ্যতার দিকে, প্রতিকূলতার বিরূপে শক্ত হাতে হাল ধরেছিলেন বলেই সত্যেন্দ্রনাথ তাকে conservative ও 'উন্নতিশীল' বলে গণ্য করেছেন, এবং সেইসঙ্গে পিতার সঙ্গে বিরোধের যোগসূত্রটিও দেখিয়ে দিয়েছেন এভাবে—

> "কিন্তু আমার তখন নবীন বয়েস—আমি ছিলুম ঘোর Radical." [৬] (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, বাল্যকথা, পৃ. ৩)

তবে সত্যেন্দ্রনাথ এও নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন যে—

> "এই সকল বিষয়ে আমাদের পরস্পর যতই মদভেদ থাক না কেন তিনি আমার স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করতেন না।"[৭] (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বালকথা, পৃ. ৩)

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর নারীস্বাধীনতায় যেমন বিশ্বাসী ছিলেন। পক্ষান্তরে মানতেন—

> "স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোহস্তি কশ্চন।"[৮] (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাল্যকথা, পৃ. ৪)

তাই বাল্যকথায় সেকাল ও একালের, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নারীর কর্মপটুতা, স্ত্রী-স্বাধীনতার তফাৎটিও তার নজর এড়ায়নি—

> "সেকাল আর একাল— কি তফাৎ!"[৯] (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাল্যকথা, পৃ. ৫)

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার বাল্যকথা' ও 'বোম্বাই প্রবাস' এর 'আমার বাল্যকথা' অংশে পূর্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, ব্যক্তিজীবনবাণীর তুলনায় উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। তাই পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর এর মৃত্যু তার অন্তরাত্মাকে ঝাপসা করে দিয়েছে। তিনি নিজে ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের Sussex জেলার অন্তর্গত সমুদ্র উপকূলে Worthing নামক বন্দরে গিয়ে পিতামহের অস্তিত্বকে মনেপ্রাণে স্মরণ করে পিতামহের মৃত্যু সংক্রান্ত সমগ্র খুঁটিনাটি তথ্য আগ্রহের সহিত সংগ্রহও করেছেন—

> "আমি সেই হোটেলের মালিকের সঙ্গে দেখা করি, সাহেবটির নিকট হতে দাদামশায়ের অনেক খবর শুনতে পাই।"[১০] (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার বাল্যকথা, দ্বারকানাথ ঠাকুর, পৃ. ৭)

অতঃপর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার সময় প্রফেসর ম্যাক্সমূলার এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভারতবর্ষ সম্পর্কে ম্যাক্সমূলার এর আগ্রহের কারণ অনুধাবন প্রসঙ্গে জানতে পারেন পিতামহ ও বেদ প্রকাশের বহু তথ্য। সেই সঙ্গে সাধক পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কেও ম্যাক্সমূলার এর অনুভূতিকে চিত্রিত করেছেন। জীবনের ইতিহাসের উপকরণ নিয়ে নতুনভাবে জীবনকে সৃজন করেছেন। যেন মনে হয়েছে জীবনের ইতিহাসের পরিবর্তে কোন এক অদৃশ্য চিত্রকরে ভান্ডারের রঙ-রস-রূপের অনুভূতি।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আত্মকথায় সেইসব পরিচিত ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গও আলোচনা করেছেন। যাঁরা তাঁদের কর্মপ্রবাহের ধারাস্পর্শে সত্যেন্দ্রনাথের জীবনে-মননে- "বিলাতিয়ানায়"[১১] (রবীন্দ্রজীবন কথা, অখন্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ. ২) প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে ছায়া বিস্তার করেছিলেন। এই মহান ব্যক্তিত্ববর্গের মধ্যে তিনি পেয়েছেন ইতিহাসের সত্যসন্ধানী নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর (ছোটকাকা), সৌখিন সঙ্গীতভান্ডারী গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর (মেজকাকা), দার্শনিক প্রবণ কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (বড়দাদা), সঙ্গীতাদি-কলাবিদ্যায় পারদর্শী সাহিত্যিক নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মেজদাদা) আদি ব্রাহ্মধর্ম্মের সমর্থক নবগোপাল মিত্র (ন্যাশনাল দলের সভাপতি), অমিত প্রতিভাধর শিক্ষাগুরু ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী (Oriental Seminary-এর হেড মাস্টার ও ইংরেজি শিক্ষক), তেজস্বি-

নির্ভীক-বীর্য্যবান তারকনাথ পালিত (সহাধ্যায়ী শিক্ষার্থী), রসিক রামচন্দ্র মিত্র (শিক্ষক)— প্রমুখদের, যাঁদের সম্পর্কে তথ্য ও ঘটনা পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে আত্মজীবনীটি প্রসাদগুণসম্পন্নও বটে। আর এই মোহ-মুগ্ধকর ব্যক্তিত্ববর্গের সংস্পর্শেই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যমননের বিকাশ।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর নয় বছর বয়সের উপনয়নে যেমন আত্মিক তৃপ্তি লাভ করেছিলেন। ঠিক তেমনি গায়ত্রী মন্ত্রের "ভবতি ভিক্ষাং দেহি"[১২] (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আমার বাল্যকথা' ও 'বোম্বাই প্রবাস', উপনয়ন, পৃ. ৪১) মন্ত্র তাঁর আত্ম-উদ্বোধনও ঘটিয়েছে, জেনেছেন—

> "উপবীত গ্রহনের মুখ্য তাৎপর্য্য গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষা।"[১৩] (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, বাল্যকথা, উপনয়ন, পৃ. ৪২)

উপলব্ধি করেছেন সাধক পিতা দেবেন্দ্রনাথের মতই—

> "পুরুষানুক্রমে আমরা এই গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আসিতেছি, এই মন্ত্র আমাদের শিরায় শিরায়।"[১৪] (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মচরিত, পৃ. ৪৫)

ঠাকুরবাড়ির দুর্গা ও জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষ্যে যাত্রাপালা, সহ আগমনী-বিজয়ার গান সত্যেন্দ্রনাথের কৈশোর মনেও রেখাপাত করেছিল—

> "যাত্রার গান যেমন প্রাকৃত বিষ্ণুর তেমনি classical— সে কি চমৎকার ঠেকত, শুনে শ্রোতৃমন্ডলী মোহিত হয়ে যেত।"[১৫] (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার বাল্যকথা পূজা পৃ. ৪৪)

সেই অল্প বয়সেই দেবেন্দ্রনাথের, রামমোহন, কেশবচন্দ্রের মত মূর্তিপূজায় আস্থা ছিল না—

> "অল্প বয়স থেকেই মূর্তিপূজার উপর আমার কেমন বিতৃষ্ণা ছিল— যাকে ইংরেজীতে বলে 'Iconoclast' আমি তাই ছিলুম— তার কারণ পৈতৃক সংস্কারই বল— আর যাই বল।"[১৬] (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার বাল্যকথা, পূজা, পৃ. ৪৫)

অথচ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তার জীবনসূত্র প্রমিত ছিল, তাই পরবর্তী ক্ষেত্রে যখন কেশবচন্দ্রের সপরিবারে আগমন ঘটে, তখন—

> "কেশবের প্রভাবে সমাজ এক নূতন মূর্তি ধারণ করলে, আমিও সেই উৎসাহ তরঙ্গে পা ঢেলে দিলুম। ব্রাহ্ম সমাজের বেদী হতে পিতার হৃদয় ভেদী প্রার্থনা ও উপদেশ । আর আমাদের রচিত নব নব ব্রহ্ম সঙ্গীত মিলে সমাজে সাপ্তাহিত উপাসনার মধ্যে এক নূতন শ্রী, নূতন প্রাণ সঞ্চারিত হল"[১৭] (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিলাত যাত্রা, পৃ. ৬৭)

সত্যেন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ের শিক্ষায় সংস্কৃতের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আগ্রহ থাকলেও সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃতকে আত্মস্থ করতে পারেন নি, কেবলমাত্র-

> "মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের 'সহর্নেঘঃ' 'চপোদিতা কানিতার্নঃ' প্রভৃতি সূত্র ও তথ্য বৃত্তিগুলি কণ্ঠস্থ ও আবৃত্তি করতেই সব সময় যেত।"[১৮] (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার বাল্যকথা, শিক্ষা, পৃ.৪৭)

আবার পরিমিত আহারের সঙ্গে বিহার ও ব্যায়াম এর ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ এর উপর ছিল তাঁর আস্থা। তাই তিনি মানতেন—

> "নিয়মিত আহার, বিহার, নিয়মিত কর্ম্ম চেষ্টা, নিয়মিত নিদ্রা ও জাগরণ- ইহাতেই দুঃখহারী যোগ সাধন হয়।"[১৯] (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার বাল্যকথা, ব্যায়াম, পৃ. ৪৭)

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে ঘটনা, যা তাঁর জীবনের গতি পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিল। তা হল— বিদেশ যাত্রা ও সেখানে গিয়ে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়া, যাতে আত্মজীবনীর

স্মৃতিসুধাকে সাহিত্যকর্ম ও জীবনের মিলিত রূপ ও রসের নিরীখে গ্রহণের ও বরণের পরোক্ষ ইঙ্গিত দিয়েছেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তাঁর বিলাত গমন অনেকটাই স্বপ্নের মত। কারণ—

> "আমাদের জীবনে পদে পদে দেখা যায়— দৈবের কি বিচিত্র গতি। একটা অদৃষ্টপূর্ব্ব আকস্মিক ঘটনা এসে কত সময় আমাদের জীবনস্রোতকে কোন এক অজ্ঞাত নূতন পথে যেন বলপূর্ব্বক টেনে নিয়ে যায়— যার পূর্ব্বাভাস কিছুই পাওয়া যায় নাই।"[২০] (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস, বিলাতযাত্রা, পৃ. ৫৬)

আর এখানেই পরম বন্ধুত্ব মনোমোহন ঘোষ এর সঙ্গে। এরপর দুজনের বহু বাঁধা অতিক্রম পূর্বক একসঙ্গে বিলাতযাত্রা, যেটা ছিল প্রাচীন ধারণানুযায়ী—

> "The land from whose bourne no traveller returns."[২১] (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস, মনোমোহন ঘোষ, পৃ. ৫৮)

আর সেখানে Windsor এর নিকটবর্তী পল্লীতে আশ্রয়গ্রহণ করে তার সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ ও যথাসময়ে যোগ্যতার পরিচয় দান। বিশ্ববাসীকে স্তব্ধ করলো—

> "১৮৬২ সালে আমি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলুম।"[২২] (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস, মনোমোহন ঘোষ, পৃ. ৬০)

এরপর মুক্তবিহঙ্গ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্যারী, সুইজারল্যান্ড, জেনেবানগরী, রোম, Chillon এর সৌন্দর্য বর্ণনার মধ্যে দিয়ে তাঁর রচনাশৈলীর নিপুণতা ধরা দেয়—

> "Switzerland এর পার্ব্বত্য দৃশ্য অতি সুন্দর, গিরি সরোবর সমন্বিত চমৎকার শোভা। সেখানকার পাহাড়গুলি হিমালয়ের মত বিরাট মূর্তি নয়— তারা অভ্রভেদী দেব আত্মা ভীষণ দর্শন নহে— সে গিরিশ্রী অন্যরূপ, যেন আমাদের অপেক্ষাকৃত আয়ত্তের ভিতর— ঘরের জিনিস।"[২৩] (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস, মনোমোহন ঘোষ, পৃ. ৬১)

অতঃপর লক্ষ্য পূরণ করে সত্যেন্দ্রনাথের কলকাতা আগমন। জীবনীকারের জীবনকে ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ প্রভাবিত না করলেও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, দেবেন্দ্র সভায় তৎযুগীয় সম্ভ্রান্ত স্বর্ণবনিক সম্প্রদায়ের আসা-যাওয়া অধিক পরিমাণে ছিল, যার মধ্যে বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত ও কালীকুমার এর পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি যথাক্রমে লিখেছে—

ক) "বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত— ছোট মানুষটি কিন্তু তাঁর ব্যবসাবুদ্ধি তীক্ষ্ণ ছিল। তাঁর মাথায় কতরকম speculation খেলত কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কিছুতেই সাফল্য লাভ করতে পারতেন না।"[২৪] (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস, দেবেন্দ্রসভা, পৃ. ৬২)

খ) "আর এক ছিলেন রাজা কালীকুমার, জাতিতে স্বর্ণবণিক, হৃষ্টপুষ্ট, শুচিবাইগ্রস্ত লোক, যিনি সন্দেশ ধুয়ে খেতেন।"[২৫] (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস, দেবেন্দ্রসভা, পৃ. ৬২)

তবে দেবেন্দ্রসভায় যে সকল মানবাত্মার প্রতি জীবনীকার সর্বাধিক শ্রদ্ধাবান, তাঁরা হলেন "দেবেন্দ্রসভার বিদুষক"[২৬] (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস, পৃ. ৬৩)

নবীনচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, যাঁর বিখ্যাত রচনা 'অজসা গরসা,' 'সাপ ও বেঙের কথোপকথন'— যার হাস্যরস লেখককে মুগ্ধ করেছিল এবং 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক অক্ষয় কুমার দত্ত, যাঁর রচনা প্রতিভা সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধারণা ছিল—

> "বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়বাবু "উভয়েই সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ ও সংস্কৃত ভাষানুরাগী ছিলেন। সুতরাং তাঁরা বাঙ্গালাকে যে পরিচ্ছেদ পরালেন তা সংস্কৃতের অলঙ্কারে পরিপূর্ণ হল।""[২৭] (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস, অক্ষয়কুমার দত্ত, পৃ. ৬৫)

সত্যেন্দ্রনাথ মহর্ষির মনোভাব ব্যক্ত করতে গিয়ে প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছেন যে, দেবেন্দ্রনাথের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল যাতে বেদোপনিষদ, ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাভূমি হয়, কিন্তু অক্ষয়কুমারের সহায়তায় তা সাফল্য লাভ করতে পারেনি। সত্যেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বলেছেন—

> "ধন্য তাঁর ধৈর্য ও অধ্যবসায়! এই গ্রন্থখানি অক্ষয়কুমারের অক্ষয় কীর্তিরূপে বঙ্গ সাহিত্য সমাজে চিরদিন বিরাজমান থাকিবে।"[২৮] (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস, সূর্য্যোদয়ের বর্ণনা, পৃ. ৬৭)

আর মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি বিনম্র মনোভাবেই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীর পালাসাঙ্গ—

> "এখানে আমার জীবনস্মৃতির এই একপালা সাড় হ'ল।"[২৯] (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস, সূর্য্যোদয়ের বর্ণনা, পৃ. ৬৮)

বাংলা সাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীর একটা বিশিষ্ট স্থান আছে, কারণ আত্মজীবনের শিল্পরূপ ও নান্দনিক অভিপ্রায়ের প্রকাশ বাংলা সাহিত্যে প্রথম বয়ে এনেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আত্মজীবনীতে, আর সেই আত্মালোকের ইঙ্গিতময় বাণীর উত্তরাধিকারই বহন করে নিয়ে গেছেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এক্ষেত্রে তিনি পৈত্রিক সম্পদে ভাবে-ভাবনায়, রূপে-রাগে বিত্তবান হয়েছিলেন নিঃসন্দেহে বলা যায়। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে সাধু ও চলিতভাষার মিশ্রপ্রয়োগ সম্পর্কে স্বীকার করে বলেছেন—

> "বক্তব্য এই যে এই গ্রন্থে সাধুভাষা ও চলিতভাষা এ উভয়েরই সম্মিশ্রণ দৃষ্ট হইবে।"[৩০] (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস, ভূমিকা অংশ)

তিনি লেখায় বিষয় ও রস— দুই অংশই সমভাবে ব্যবহার করতেন, জীবনের বিস্তারিত বর্ণনাদানের পরিবর্তে জীবনবৃত্তান্ত থেকে বৃত্তান্তকে খারিজ করে জীবনকে বিনা সূতোর মালায় গেঁথেছেন সত্যেন্দ্রনাথ। তাই তার মধ্যে সহজ-সুন্দরতর সাহিত্যত্বই মুখ্যতা পেয়েছে। বিলাতযাত্রা সম্পর্কিত বৃত্তান্তগুলিতে পাওয়া যায় জীবনীকারের পর্যবেক্ষণ ঔৎসুক্য, অপার আনন্দ ও সৌন্দর্যপ্রীতি বোধ অপর পক্ষে ব্যক্তিত্ব স্মৃতিতে ফুটে ওঠে সুসংহতবোধ ও নিজস্ব স্টাইল। তাই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার বাল্যকথা' ও 'বোম্বাই প্রবাস' পরবর্তী যুগের প্রধানতম আদর্শ ও পদনির্দেশকও বটে। জীবনের স্মৃতি চিত্রের উপকরণকে এমনভাবে বিশ্লেষণ ও অকপট উদ্ঘাটন হেতু এ গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে কালজয়ী হয়ে উঠেছে।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. Goethe, Johann Wolfgang von. My Life: Poetry and Truth. Published 1811 to 1833.

২. সেন, ড. নবেন্দু, গদ্যশিল্পী অক্ষয় কুমার দত্ত এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৬৭, প্রকাশক- শ্রী শ্রী শকুমার কুন্ড, জিজ্ঞাসা, কলকাতা- ২৯।

৩. চক্রবর্তী, অজিতকুমার। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইন্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ, ১৯১৬, পৃ. ৫৯৬।

৪. ঠাকুর, শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ। আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস (সচিত্র)। ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ, (১৩২২ বঙ্গাব্দ), কান্তিক প্রেস, কলকাতা, ভূমিকা অংশ।

৫. তদেব, পৃ. ১।

৬. তদেব, পৃ. ৩।

৭. তদেব, পৃ. ৩।
৮. তদেব, পৃ. ৪।
৯. তদেব, পৃ. ৫।
১০. তদেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর অংশ, পৃ. ৭।
১১. মুখোপাধ্যায়, প্রভাত কুমার। অখণ্ড, রবীন্দ্রজীবন কথা। পৃ. ২।
১২. ঠাকুর, শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ। আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস (সচিত্র)। ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ, (১৩২২ বঙ্গাব্দ), কান্তিক প্রেস, কলকাতা, উপনয়ন অংশ, পৃ. ৪১।
১৩. তদেব, পৃ. ৪২।
১৪. চক্রবর্তী, অজিতকুমার। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইন্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ, ১৯১৬, পৃ. ৪৫।
১৫. ঠাকুর, শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ। আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস (সচিত্র) । ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ, (১৩২২ বঙ্গাব্দ), কান্তিক প্রেস, কলকাতা, পূজা অংশ, পৃ. ৪৪।
১৬. তদেব, পৃ. ৪৫।
১৭. তদেব, বিলাতযাত্রা অংশ, পৃ. ৫৭।
১৮. তদেব, শিক্ষা অংশ, পৃ. ৪৭।
১৯. তদেব, ব্যায়াম অংশ, পৃ. ৪৭।
২০. তদেব, বিলাতযাত্রা অংশ, পৃ. ৫৬।
২১. তদেব, মনমোহন ঘোষ অংশ, পৃ. ৫৮।
২২. তদেব, মনমোহন ঘোষ অংশ, পৃ. ৬০।
২৩. তদেব, মনমোহন ঘোষ অংশ, পৃ. ৬১।
২৪. তদেব, দেবেন্দ্র সভা অংশ, পৃ. ৬২।
২৫. তদেব, দেবেন্দ্র সভা অংশ, পৃ. ৬২।
২৬. তদেব, দেবেন্দ্র সভার বিদূষক অংশ, পৃ. ৬৩।
২৭. তদেব, অক্ষয়কুমার দত্ত অংশ, পৃ. ৬৫।
২৮. তদেব, সূর্য্যাদয়ের বর্ণনা অংশ, পৃ. ৬৭-৬৮।
২৯. তদেব, সূর্য্যাদয়ের বর্ণনা অংশ, পৃ. ৬৭-৬৮।
৩০. ঠাকুর, শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ। আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস (সচিত্র)। ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ, (১৩২২ বঙ্গাব্দ), কান্তিক প্রেস, কলকাতা, ভূমিকা অংশ।